অ্যাকশনধর্মী রোমাঞ্চকর

ও য়ে স্টা র্ন উ প ন্যা স

মাসুদ আনোয়ার

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস
নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883
পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99516-3-6

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

বে ওয়েস্টার্ন
একটি বেঙ্গলবুকস
সিরিজ প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © প্রকাশক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ২৬০ টাকা

Jhor by Masud Anwar
First published in paperback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text & Illustrations Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

এক

পাহাড়ে গোধূলি একটু দ্রুতই নামে। বিশেষ করে তা যদি শীতকাল হয়। র‍্যাভেন ভাইয়েরা যখন সেনার্কের স্টেশনে এসে থামল, সন্ধে হবো হবো করছে তখন। র‍্যাভেনরা এসেছে পুবদিক থেকে আর উত্তরদিক থেকে ধেয়ে আসছে তুষারঝড়। স্টেশনে ঘোড়া থামিয়ে যখন নামল, অদ্ভুত দেখাল দুই ভাইকে। টুপি থেকে বুট পর্যন্ত ডানপাশটা দুজনেরই সাদা। ঘোড়াগুলোর অবস্থাও তাই। দুটোরই ডানদিকে যেন বরফের পলেস্তারা মারা। মওসুমের প্রথম হিসেবে ঝড়টা অবিশ্বাস্য রকমের ভয়ংকর। দেখেই বোঝা যায়, দুই রাইডারের ওপর ইচ্ছেমতো বৃষ্টি আর বরফের রোলার চালানো হয়েছে। সম্ভবত ঘোড়সওয়ার আর বাহন—দুটোকেই পিষে ফেলার ইচ্ছে ছিল তাদের।

আকাশ জুড়ে ঢেউয়ের মতো খেলে বেড়াচ্ছে মেঘ। কালচে, ধূসর আর চকচকে। দুপুরের দিকে দেখা দিতে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে। তখন ছিল ঘনীভূত, মলিন, গুরুগম্ভীর। উত্তরদিক থেকে বাতাস শুরু হতেই তাদের গাম্ভীর্যে চিড় ধরল। প্রথমে

হালকা ওড়াউড়ি, তারপর ঘূর্ণিবাতাসের পিঠে চড়ে মওসুমের প্রথম হালকা তুষারপাত। ঘণ্টা দুয়েক আগে পরিণত হয়েছে প্রবল তুষারঝড়ে।

মিল্ট র‍্যাভেনের গায়ে পুরোনো ক্যানভাসের ম্যাকিনো। শীত মানছে না। প্রচণ্ড ঠান্ডা ঢুকে গেছে হাড়ের ভেতর। ঠকঠক করে কাঁপছে। ওর ঘোড়ার অবস্থাও খারাপ। দুজনেই বিস্ফোরণোন্মুখ বরফের সাথে লড়াই করতে করতে এসেছে। বরফে তাদের চোখ-নাক-মুখ, এমনকি মুখের ভেতরটা পর্যন্ত আচ্ছাদিত। পেছন থেকে ওর ভাই কুলিন উঁচু গলায় ডাকল, 'মিল্ট, এটাই কি সেটা? এখানে কি সব আছে?'

'থাকতেই হবে,' চেঁচিয়ে জবাব দিল মিল্টও। ঝোড়ো হাওয়া তাদের মুখের শব্দ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এত কাছে থাকা সত্ত্বেও চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে দুজনকে।

সেনার্ক'স স্টেশনের পুরোনো বিল্ডিংগুলো অস্পষ্ট। বিক্ষিপ্ত তুষারপাতের ময়লা পর্দা যেন আধিভৌতিক দৃশ্যের মতো ঝুলছে। একটা আলোর মতো দেখা যাচ্ছে। সেটা স্টেশনঘরটা। কুয়াশার পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে রীতিমতো লড়াই করতে হচ্ছে হলুদ আলোটুকুকে। ওই জায়গাটার নাম থার্টি মাইল। উঁচু, নির্জন পুরোনো শহর। হাই মাউন্টেইন স্টেজ কোম্পানি লাইনের শেষ স্টেশন। সিলভারটন থেকে ত্রিশ মাইল দূরের শহরটা একসময় রমরমা ছিল। খাড়া গিরিখাতের চারপাশে সুউচ্চ পাহাড়ের নিচে তিরিশ কিলোমিটার ঘোরানো সরু রাস্তা।

থার্টি মাইল একসময় ছিল একটা জমকালো বুমিং টাউন।

এরকমটাই তারা শুনেছে। শহরটা গড়ে উঠেছিল উঁচু পাহাড়ের চুড়োয়। সোনা, নগদ টাকা আর ভোগবিলাসের তুঙ্গে উঠেছিল শহরটা। তার সাথে হয়ে উঠেছিল পাপাচার আর অপরাধের স্বর্গভূমি। তারপর এর রবরবা কমতে শুরু করে। একসময় তা ধরতে গেলে মিলিয়েই যায়। তবে শহরটা এখনো আছে ব্লিজার্ড পাসের প্রশস্ত গিরিপথে, আগের শহরের খোলসের মতো। এর কারণ, শহরটার বাড়িঘর তৈরি করা হয়েছিল বিশাল বিশাল সব পাইন গাছের গুঁড়ি দিয়ে। এর প্রতিটা ঢাল ব্যবহার করা হয়েছিল বাড়িঘর আর দোকানপাট তৈরির কাজে। তাতে হালকা কাঠের তৈরি কোনো স্থাপনা ছিল না। সেরকম হলে সময়ের সাথে সাথে প্রায় সারা বছরই বয়ে যাওয়া ঝড়-তুফানে সব উড়ে যেত। কেবল নির্জন আর শান্ত একটা ধ্বংসস্তূপের মতো জায়গায় পড়ে আছে মোটা মোটা কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি আর দোকানপাট।

তবে এই অবস্থাতেও কেউ কেউ এখান থেকে ফায়দা ওঠানোর কথা চিন্তা করতে পারে। শীতকালে উঁচু গিরিপথগুলো বরফে আচ্ছন্ন হয়ে বন্ধ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এ পথে সবসময় ট্রেনে করে সেনা চলাচল, শিকারিদের আনাগোনা, সাধারণ ভ্রমণকারী ও খনিশ্রমিকদের আসা-যাওয়া চলে। সে সময় হাই মাউন্টেইন স্টেজ কোম্পানির অনিয়মিত কার্যক্রমও বন্ধ থাকে। তবে তারা তাদের লাইন চালু রাখার জন্যে রোডহাউসের মালিককে কাজে লাগায়।

অ্যান্টন সেনার্ক গত বসন্তে রোডহাউস আর সুইং স্টেশনটা

চালু রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এটা যে মোটেই সাময়িক কোনো বিষয় নয়, সেটা বোঝা গেল প্রায় একই সময়ে তার মেয়ে আর নাতিকে আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যে নিজের দেশ পোল্যান্ডে টাকাপয়সা পাঠাতে দেখে।

স্টেশনে যাওয়ার পথটা তুষারে আচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ আগে তুষারের ওপর দিয়ে যাওয়া স্টেজের চাকাগুলোর দাগ এখনো নতুন, তরতাজা। দুজন লোক এসে স্টেজের ঘোড়াগুলোকে হারনেস থেকে ছাড়িয়ে নিল। জন্তুগুলো শীতে কাঁপতে কাঁপতে নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল। তাদের সারা গা রুপোলি তুষারে আবৃত। ওগুলোকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে যাওয়ার পর রাইডারদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল একজন। সরু কোমর আর চওড়া কাঁধ লোকটার। স্লাভিক মুখ। চুল বাদামি, দীর্ঘদিন ধরে সূর্যের আলো না পাওয়া গুল্মের মতো জটপাকানো। হাত দুটো পকেটে। মাথায় জড়ানো একটা বড় ডোরাকাটা কম্বল। শীতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেষ্টা চালাতে গিয়ে নিজেকে জবুথবু বানিয়ে ফেলেছে লোকটা।

'ভালুকের মতো বিশাল আর কদাকার,' লোকটা সম্পর্কে এরকমই বর্ণনা দিয়েছিল শ্যালট, ভাবল দুই ভাই। একদম মিলে গেছে।

'আমি সেনার্ক!' ক্ষোভ ও বিরক্তিভরে লোকটা নিজের নাম বলার আগেই ওর পরিচয় জানা হয়ে গেছে তাদের। 'তোমাদের জন্যে কী করতে পারি?'

'র‍্যাভেন। মিল্ট র‍্যাভেন। এ আমার ভাই কুলিন। খাওয়ার

মতো কিছু চাই। ঘোড়াগুলোর জন্যেও তাই। খাবার আর দলাই-মলাই।'

'সাপারের সময় তো শেষ হয়ে গেছে। স্টেজটা এইমাত্র এসেছে। রাতে থাকার জায়গা চাই তো?'

'কোনো সমস্যা নেই। সামান্য কিছু হলেই চলবে আমাদের।'

'গ্রেব!' কম্বলে জটলাপাকানো মাথাটা ঘোরাল সেনার্ক। স্টক টেন্ডারকে বলল, 'তুমি এদের ঘোড়াগুলো দেখো। এদিকটা আমি দেখছি।' মাথা ঘোরাল ফের। র‍্যাভেনদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা ভেতরে যাও। নিজের হাতে ড্রিঙ্ক ঢেলে নিতে পারো। কোনো সমস্যা নেই।'

এগিয়ে এসে ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ নিল স্টক টেন্ডার গ্রেব। অল্পবয়সি ছেলে। মৃদু স্বভাবের। অনাকর্ষণীয় চেহারা। ফ্যাকাশে মুখ আর অগভীর চোখ। বোঝা যায়, বুদ্ধিসুদ্ধিও তেমন নেই।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল তারা। একটা আঙুল দিয়ে আলগোছে ভাইয়ের গায়ে ঠেলা দিল মিল্ট। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল কুলিন, 'ওটাই সে। একদম ঠিক আছে, কী বলো?'

'হ্যাঁ। ওটাই সে।' আস্তে করে মাথা দোলাল মিল্ট।

দরজার ছিটকিনি খুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোড়ো বাতাস। পাল্লা দুটো খুলে গিয়ে ঠাস করে ভেতরে দেয়ালে ধাক্কা খেল। দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। তারপর দরজার পাল্লা দুটো টেনে লাগানোর জন্যে রীতিমতো কুস্তি শুরু করল দুই ভাই। একজন লোক হেসে উঠে বলল, 'থাক। তোমরা আগুনের

কাছে গিয়ে দাঁড়াও। এটা আমি দেখছি।'

কুস্তি বন্ধ করল দুই ভাই। লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্খলিত পায়ে আগুনের কাছে গেল। আধা মিনিটের মধ্যে শরীরের অসাড় ভাব ছাড়িয়ে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল প্রতি কোষে কোষে। ঠান্ডায় শুকনো বিকৃত মুখে স্বস্তির ভাব জাগল। দাঁত দিয়ে কামড়ে গ্লাভস খুলে ফেলল মিল্ট। দুই হাতের তালু একত্র করে চাপড় মারল। তারপর ম্যাকিনোর বোতামগুলো খুলল। টুপির নিচে পরা স্কার্ফটাও খুলে নিল।

ওর মাথার চুলগুলো প্রায় সাদা। চর্বিহীন মাথার খুলি কামড়ে আছে। শরীর গ্রানাইটের মতো মসৃণ, মেদহীন। কৃশ মুখ, চোখ দুটো বরফনীল। ম্যাকিনো হাতে নিয়ে এবার ঘরের ভেতর চোখ বুলোতে শুরু করল।

লম্বা প্রশস্ত ঘর। পাঞ্চিয়নের মেঝে। দুটো বড় ফায়ারপ্লেস। বাইরে অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে দুটো ফায়ারপ্লেসেও ঘরটা বেশি উত্তপ্ত হতে পারছে না। সাধারণ আসবাবপত্রে সাজানো ঘরটা মোটামুটি আরামদায়ক বলে মনে হলো। ঘরের একমাত্র ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে পুরোনো জংধরা একটা ঝাড়বাতি, সম্ভবত পরিত্যক্ত কোনো নাচঘর থেকে উদ্ধার করে আনা। ক্রসবিম থেকে ঝুলছে একটা ধাতব চেইন। সেখান থেকে ঝুলছে মোমবাতির আলোর একটা ফ্যাকাশে হ্যালো ফ্যানিং। কাঠের পায়াঅলা লম্বা ট্রেস্টল টেবিলে বসে আছে দুজন। একজন পুরুষ আর একজন নারী। মিল্ট তাদের দিকে চাইতেই সবিনয়ে মাথা নিচু করে ফেলল দুজন। তবে মিল্ট চোখ সরাল না। অপরিচিত

লোক দেখলে মানুষ স্বভাবতই তার দিকে তাকায়।

ম্যাকিনো ছাড়াও বেশ বড়সড়ো দেখাচ্ছে মিল্টকে। গায়ে এখন ভেস্ট আর হিকরি শার্ট। কুগারের মতো মেদহীন শরীর, শক্ত মজবুত হাড়ে অপরিমিত শক্তি আর ক্ষিপ্রতার আভাস। আগুনের লাল আভায় তার উপস্থিতিকে বিশাল আর ভয়ংকর মনে হচ্ছিল। যে লোকটা দরজা বন্ধ করেছিল, সে কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি ও'হারলিহি, ড্রাইভার। তুমি সারাক্ষণই আমাদের স্টেজের পেছন পেছন আসছিলে। কিন্তু সমতলে পৌঁছার আগে ঝড় তুমুলভাবে শুরু না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের দেখতে পাইনি। এটা অদ্ভুত।'

সাধারণভাবে এটা কথার কথা হলেও এর আড়ালের প্রশ্নটা ঠিকই বুঝতে পারল মিল্ট।

স্টেজ ড্রাইভারের বয়স তিরিশ-টিরিশ হবে, ভাবল মিল্ট। লম্বা নয়, বেঁটে গাট্টাগোট্টা শক্তিশালী চেহারা। গায়ে বাফেলো কোট। প্রশস্ত মুখ শরতের আপেলের মতো চকচকে। নীলচে কালো জটপাকানো দাড়িতে বরফের কুচি। ঘরের আরামদায়ক উষ্ণতায় ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে। লোহার মতো শক্ত থাবা।

লোকটাকে উপেক্ষা করল মিল্ট। খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। তবে কুলিনের অস্বস্তিটা খেয়াল করল। উশখুশ করছে কুলিন।

'মনে হয় আমরা শেষ কয়েক মাইল একটু দ্রুতই এগিয়েছি,' মিল্ট বলল। 'আমি মিল্ট র‍্যাভেন।' কুলিনের দিকে চাইল। 'আমার ভাই কুলিন।'

পলকের জন্যে কুলিনকে দেখল ও'হারলিহি। চোখে অবজ্ঞা

আর উপেক্ষা। 'তোমরা দুজনেই একই চিড়িয়া, মি. র‍্যাভেন।' হাসল সে।

লোকটার কথা শুনে অবাক হলো মিল্ট। ঠিক কী বলতে চাইছে বোঝার চেষ্টা করল। ঠাট্টা করছে? কিন্তু এই ঝোড়ো আবহাওয়ায় বরফের মধ্য দিয়ে এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি পথে অত বড় একটা স্টেজ চালিয়ে এসে হাসিঠাট্টা করার মতো হালকা মুড কারো থাকতে পারে, এটা বিশ্বাস করা একটু কঠিন বৈ কি!

ওদের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দুজনের দিকে তাকাল ও'হারলিহি। হাত নেড়ে একই রকম হালকা স্বরে বলল, 'এরা আমার যাত্রী। মি. জেমস পারনেল এবং মিসেস এইমি পারনেল...'

পারনেলরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সামনে এগিয়ে এল। চমৎকার এক জুটি, ভাবল মিল্ট। কিন্তু এখানকার রুক্ষ প্রকৃতি, উদ্ধত কাঠখোট্টা মানুষজন আর তাদের বুনো-বেপরোয়া স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান।

মি. পারনেলের বয়স তিরিশের এদিকে। তবু তার চেহারায় বালকসুলভ সরলতা আর পরিচ্ছন্নতা। কথাবার্তায় ঘোরপ্যাঁচ নেই। দেখে মনে হয় বিনয়ী ও বন্ধুবৎসল। পরনে পরিষ্কার শার্ট, নানকিনের ট্রাউজার্স আর টুইডি বেল্টঅলা ট্রাভেলার্স কোট।

স্বচ্ছ বাদামি রঙের এইমি পারনেল ছিপছিপে তরুণী। কালো চুল, চোখের রং সবুজ। কমনীয় মুখ। পরনে নরম মসলিনের শালীন পোশাক। খুব একটা দামি নয়, তবে পরার ধরনে ফুটে উঠেছে রানির মতো আভিজাত্যপূর্ণ এক ভাব। এই রুক্ষ ও শ্রীহীন দেশে

তাকে মনে হচ্ছে ছোট্ট, সূক্ষ্ম ও কোমল একটা অবাস্তব পুতুলের মতো। নিচু আর মোলায়েম ফরাসি উচ্চারণে কথা বলছে।

যেখানে বসেছে, তার ডানদিকে তক্তায় তৈরি একটা অংশে বাররুম। দুই ভাইকে হাত নেড়ে ওদিকে ইশারা করল ও'হারলিহি। ওখানে গলা ভেজানোর জন্যে সাজানো মদের পিপে আর টিনের গেলাসের সারি। স্টেজ ড্রাইভার নিজে গিয়ে তিনটে কাপে মদ ঢালল। পারনেলদের দিকে তাকাল। 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে মি. রেভারেন্ড?'

'ন্ নাহ্! ধন্যবাদ।' পারনেল হাসল অর্ধেকটা ক্ষমাপ্রার্থনা আর অর্ধেকটা অস্বস্তির ভঙ্গিতে।

লোকটা একটু মজার, ভাবল মিল্ট। এ পর্যন্ত যত রেভারেন্ড সে দেখেছে, তাদের কেউ হলে স্টেজ ড্রাইভারের এরকম সরাসরি মদ খাওয়ার আমন্ত্রণে খেপে উঠত। শক্ত ও কড়া গলায় প্রতিবাদ জানাত। বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিত। এরকম মিনমিনে ভঙ্গিতে আমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করত না।

বাইরে তুমুল ঝড় চলছে। জানালায় শোঁ শোঁ করে আঘাত হানছে তুমুল বাতাস। কাঠগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করছে। রুমের ডানদিকে কিচেন। সেদিকে একটা বন্ধ দরজা। তবে দরজা বন্ধ হলেও ওপাশ থেকে মাংস ভাজার ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ শব্দ শুনতে পাচ্ছে মিল্ট। তাজা কফির গন্ধ চলে এসেছে বাররুমেও। কিচেনে এক নারী আর ছোট একটা ছেলের গলা শোনা যাচ্ছে। ছেলে অথবা মেয়েটা, হয়তো মহিলার সন্তান হতে পারে।

ঘরের ভেতরটায় আরামদায়ক উষ্ণতা। দুই বাহু ক্রস করে

বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে র‍্যাভেনরা। সেনার্কের ফায়ারপ্লেসের শক্তিশালী সাদা আগুন তাদের পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ওম ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ও'হারলিহি আবার তাদের কাপগুলো ভরতি করে দিয়েছে। মিল্টের দিকে তাকিয়ে আহ্লাদী স্বরে জানতে চাইল, 'তোমরা কি রাতটা এখানেই কাটাবে, মি. র‍্যাভেন?'

মিল্ট মাথা নাড়ল। 'আমরা সেইন্টসবার্গ থেকে এসেছি। সিলভারটনে জরুরি কাজ আছে। সবচেয়ে ভালো হয় কাল সকালে সেখানে পৌঁছাতে পারলে।'

'তোমরা আসলে বোকা,' ও'হারলিহি বলল, 'কোনো সন্দেহ নেই। আজকের রাতটা ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ। বিকেল থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। সিলভারটন এখান থেকে আরো ত্রিশ মাইল। তোমাদের সারারাত চলতে হবে। পারবে এ তুষারঝড়ের মধ্য দিয়ে চলতে? ঝোড়ো বাতাস তোমাদের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পারবে এ অবস্থায় কাল সকালের মধ্যে পৌঁছতে? আমি বলতে চাইছি, আমরা হয়তো কাল নইলে পরশুদিন পৌঁছাব। কাল সারাদিন এখানেই কাটাব।'

'আমারও আগামীকাল সিলভারটনে থাকার কথা,' রেভারেন্ড জেমস পারনেল বলল। 'তুমি কি নিশ্চিত? যা বলেছ, ঠিক সেরকমই ঘটবে?'

'ঠিক সেরকমই ঘটবে। আমি শতভাগ নিশ্চিত,' জোর দিয়ে বলল স্টেজ ড্রাইভার। 'বরফের নিচে সিঙ্কহোলগুলো অপেক্ষা করবে তোমাদের জন্যে। পা পড়লেই ডুবে যাবে ঘোড়াগুলো।

পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবে। রেভারেন্ড, বাতাসের শব্দ খেয়াল করো।'

'খুব বেশি তুষারপাত হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আমরা এখানে আসার পর কমপক্ষে আরো দু-ইঞ্চি বেড়েছে। এখন বেরোতে হলে ভেবেচিন্তে বেরোতে হবে। এখান থেকে সিলভারটনের মাঝখানে থামতে হবে। বরফে তোমাদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাবে। তাপমাত্রা খুব দ্রুতই পড়ে যাবে। নাহ্, এই আবহাওয়ায় যাত্রা করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিশাল বোকামি হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, মি. ও'হারলিহি।' মাথা দোলাল রেভারেন্ড। 'আমরা এখন তোমার হাতে। তুমি যা বলো, তাই মানতে হবে। আমার মনে হয়, এই দেশে একজন স্টেজ ড্রাইভার আর জাহাজের ক্যাপ্টেনের একই ভূমিকা। সাধারণ যাত্রীদের কাছে তাদের কথাই আইন।'

চওড়া হাসি হাসল স্টেজ ড্রাইভার। রেভারেন্ডের কথায় খুশি হয়েছে।

পান করতে করতে নিজের কাপের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে মিল্ট। পরিকল্পনা করার সময় শার্লট কিংবা তার লোকদের কেউই তুষারপাতের কথা চিন্তা করেনি। স্টেজ ড্রাইভার বা যাত্রীদের কথাও তাদের মাথায় ছিল না। আর এই ও'হারলিহি ব্যাটা একটা শক্ত আলু। আর নয়তো সে অনুমান করতে ভুল করছে।

তবে মিল্ট বুঝতে পারে, অতিরিক্ত কোনো ঝামেলা বা

সমস্যা থাক আর নাই থাক, যত বেশি কষ্টই হোক, কাজটা করতেই হবে। কোনো কিছুতেই আটকাতে পারবে না।

রান্নাঘরের দিকে বন্ধ দরজাটা খুলে গেল। সাথে সাথে ঘরে ঢুকল একজন মহিলা। হাতে অনেকগুলো টিনের প্লেট। ঘরে উপস্থিতদের ওপর চোখ বোলাল সে। মিল্টের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠে থেমে গেল। হাত দুটো যেন শিথিল হয়ে পড়ল। অনেকগুলো প্লেট ঝনঝন করে নিচে পড়ে গেল।

মিল্টও হঠাৎ অস্বস্তির সাথে লক্ষ করল, মহিলা সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। দুচোখ গোল হয়ে উঠেছে। চোখের মণি দুটো এতটাই প্রসারিত যে, দুপাশের সাদা অংশটা প্রায় অদৃশ্য। মুখ ছাইয়ের মতো সাদা, যেন মড়ার মুখ। মরণঘাতী এক ধাক্কায় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে মেয়েলোকটা।

কাপ হাতে মেয়েলোকটার কাছে চলে গেল ও'হারলিহি। 'কী হয়েছে, আনা ডার্লিং? অসুস্থ বোধ করছ?'

'না না। তেমন কিছু না।' নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল মহিলা।

মিল্টের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নিচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া বাসন-কোসন গোছগাছ করতে শুরু করল।

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে ওকে সাহায্য করার জন্যে নিচু হলো স্টেজ ড্রাইভার।

'কিছু মানুষ আছে মিষ্টি দেখলেই তাদের দাঁতের ব্যথা শুরু হয়ে যায়,' বিড়বিড় করে বলল কুলিন।

ভাইয়ের দিকে কড়া চোখে চাইল মিল্ট। কিন্তু কুলিন পাত্তা দিল না। মেয়েলোকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

আকারে বড় ভাইয়ের ধারেকাছেও নয় কুলিন। তবে তার শরীর সুগঠিত ও শক্তিশালী। দেখলেই বোঝা যায়, সে মিল্টের ছোট ভাই। তবে বড় ভাইয়ের রুক্ষ ও উগ্র চেহারার পাশে তাকে নেহাত সাদাসিধে মনে হয়। কুলিনের চুলগুলো ফ্যাকাশে আর চোখ দুটো নীল।

মেয়েলোকটা বিরক্ত ভঙ্গিতে টেবিলে টেবিলে প্লেটগুলো দিতে শুরু করল। এক মুহূর্তের জন্যেও ওর ওপর থেকে চোখ সরছে না কুলিনের। ও'হারলিহি ওকে সাহায্য করল। প্লেট বিতরণ শেষ হতেই একটা হাত বাড়িয়ে ওর কোমর ধরতে গেল ও'হারলিহি। হেসে উঠে চট করে সরে গেল মেয়েলোকটা। তার আগে একটা হাত তুলে স্টেজ ড্রাইভারের গালে আস্তে করে চাপড় লাগাল।

'আহ্!' হেসে উঠে নিজের গালে হাত বোলাল স্টেজ ড্রাইভার। 'তুমি একজন সুন্দরী পোলাক।'

কী ঘটেছে দেখার জন্যে উজ্জ্বল চোখের একটা বালক বেরিয়ে এসেছিল কিচেন থেকে। কাণ্ড দেখে সে নিজেও হাসতে শুরু করল।

'ল্যাডিলাস!' বালককে হাসতে দেখে রেগে গেল মা। 'তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে আরো দুটো প্লেট নিয়ে আসো।'

'যাচ্ছি গো মা!' ফের কিচেনে গেল বালক।

স্টেজ ড্রাইভার মেয়েটার হাতে চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে

বারে চলে গেল। তার আগে দুই ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। 'পোলাক হলেও মেয়েটা সুন্দর, তাই না? ওর নাম মিসেস আনা কোসিয়াস্কো। একজন শক্তিমান লোকের বউ ছিল। লোকটা বছর কয়েক আগে মারা গেছে। অনেকদিন ধরে ওকে আমি মিসেস ও'হারলিহি হওয়ার জন্যে সাধাসাধি করছি। কিন্তু তার এক কথা। সেটা হলো—না। সবসময়ই—না।

দেখো ডার্লিং, আজ একটা ভালো সুযোগ আছে। এখানে একজন প্রিচারও আছে। চলো...'

'ভাগো! বোকা আইরিশ কোথাকার!'

দুহাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়েছে আনা। চোখ দুটো যেন জ্বলছে আবছা অন্ধকারে। দেখে মনে হচ্ছে, পটে আঁকা দুর্দান্ত এক ছবি। বেশিরভাগ পুরুষের মতোই লম্বা, তবু শক্তিশালী চেহারায় একজন নারীর কমনীয়তা। পাশাপাশি বুদ্ধি ও পরিপক্বতার ঝিলিক। সাতাশ-আটাশ বছর বয়সেও তাকে পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়া করে রেখেছে।

সে রান্নাঘরে ফিরে যেতে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল ও'হারলিহি। তার সাথে হাসল পারনেলরাও। তবে মুখের বিব্রত ভাবটা লুকোতে পারল না তারা।

বাইরে যাওয়ার দরজা খুলে গেল। ঘরের মোমবাতিগুলো যেন পাগল হয়ে নাচানাচি শুরু করল। একরাশ ঠান্ডা বাতাস আর তুষারকণা নিয়ে ভেতরে ঢুকল সেনার্ক ও গ্রেব। সেনার্ক দরজার পাল্লাটা চেপে ধরল, গ্রেব প্রথমে খিল এঁটে দিল, তারপর ক্রসবারটা তুলে নিয়ে সেটাও লাগিয়ে দিল।

ক্রসবারের কথা মনে পড়ল মিল্ট র‍্যাভেনের। মনে পড়ল প্রতিটা জানালা ঢেকে রাখা ভারী কাঠের শাটারের কথাও। এসব বিবরণ পরিকল্পনায় অতিরিক্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব বিষয়ে জানার জন্যে মিল্ট আর কুলিন এখানে। তারা এখানকার বাধা ও সুবিধাগুলো আলাদা করে খেয়াল করবে এবং মানুষজন সম্পর্কেও ধারণা দেবে।

স্টেক, মটরশুঁটি আর বিস্কুটের ধোঁয়া ওঠা গরম পাত্র হাতে আনা ফিরে এল আবার। সবাই টেবিলের চারপাশে নিজেদের জায়গা করে নিল। বিশালাকার চেয়ারগুলোর আসন ঝুড়ির মতো করে বোনা আর পিঠে কাঁচা চামড়ায় তৈরি ঠোঙা।

সবার মতো পারনেল দম্পতিও খেতে বসেছে। রেভারেন্ডের ঠোঁট দুটো নড়ছে। খাওয়া শুরু করার আগে প্রার্থনার মতো করে কিছু একটা উচ্চারণ করছে। খাওয়ার সময় স্ত্রীর সাথে মৃদু স্বরে কিছু একটা নিয়ে আলাপ করছে। যদিও দুজনের কারো মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, আলাপের বিষয়টা তারা উপভোগ করছে। অবশ্য একটু পরে তাদের মুখের ভাব পাল্টে গেল। স্টকবয়ের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে বেশ আগ্রহের সঙ্গে কথা বলল তারা। ছোট্ট ল্যাডিকে নিয়ে একটু মজাও করল।

এই বিষয়টা ল্যাডির মাকে আকৃষ্ট করল। ল্যাডির মাও আলাপে যোগ দিল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বললেও শ্রোতা দম্পতির মুখে বিদ্রুপাত্মক কোনো আভাস দেখা গেল না।

আনাকে অবশ্য বারবার বিভিন্ন ছোটখাটো কাজে টেবিলের কাছ থেকে সরে যেতে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে রান্নাঘরেও যেতে

হচ্ছিল। মিল্ট ওর দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। বুঝতে পারছে, মিসেস পারনেলের কাছে যেতে সংকোচ বোধ হচ্ছিল ওর। মিসেস পারনেল কমবয়সি চীনা পুতুলের মতো; সুন্দর মসৃণ কোমল চেহারা। ওর পাশে নিজের বয়সি মুখ, খেটে খেটে লাল হয়ে ওঠা কর্কশ দুই হাত আর প্রায় জরাজীর্ণ পোশাক নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছিল আনা।

স্টেজ ড্রাইভার ও'হারলিহি যাই বলুক, দেখতে তেমন সুন্দরী নয় আনা কোসিয়াস্কো। ওর মেদহীন মুখে লম্বা নিচু একটা ভাঁজ, নাক উঁচু হলেও খিলানের মতো তেমন বাঁকা নয়। ঠোঁট পরিপূর্ণ, কিন্তু শুকনো, কোঁচকানো। মাথায় বাদামি চুলের গোছায় পারিপাট্য নেই। কোনোমতে বেঁধে টেনে নিয়ে পেছনে ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখা। পরনে মোটা সুতোয় বোনা রংচটা স্কার্ট। কোথাও কোথাও সুতো ছিঁড়ে উঠেও গেছে। আর গায়ের শার্টটা সম্ভবত তার বাবার। পুরোনো হয়ে গেলেও ওটা ফেলে না দিয়ে নিজে ব্যবহার করছে।

লম্বা ছিপছিপে শরীর আনার। সুগঠিত কোমর, চওড়া কাঁধ, লম্বা পা, বিশাল বুক আর ভরাট সুচালো সুডৌল স্তন। গায়ের রং গাঢ় মধুর মতো, মসৃণ পরিষ্কার ত্বক। সব মিলিয়ে পুরুষের লোভাতুর নজর কাড়ার মতো আকর্ষণীয়া।

তবে আনা যে জিনিসটা বুঝতে পারছিল না, সেটা হলো তার নিজের বৈশিষ্ট্যটাই। সে প্রচণ্ড জীবনীশক্তিতে ভরা এমন এক তরুণী, যাকে টিকে থাকতে হচ্ছে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তার এই অনন্য বৈশিষ্ট্যই পুতুলের মতন মসৃণ কোমল এইমি

পারনেলকে ঘরের পুরুষদের কাছে প্রায় অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে।

র‍্যাভেন খেয়াল করল, ওকে প্রথমবার দেখে চমকে ওঠার পর থেকে মেয়েটা আর একবারও তাকায়নি ওদের দিকে। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে, প্রথমবার দেখে চমকে ওঠার ব্যাপারটা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। পুরো বিষয়টা নিয়ে এখন সে বিভ্রান্ত বোধ করছে। সাথে সামান্য দুশ্চিন্তাও হচ্ছে।

'রেভারেন্ড,' গরম স্টেকে বিশাল এক কামড় বসাল ও'হারলিহি। তারপর ষাঁড়ের মতো চিবোতে চিবোতে বলল, 'তুমি বলেছ, তুমি কেবল সিলভারটনই যাচ্ছ। আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে।'

'আমি ভালো প্রটেস্ট্যান্ট কি না, এই বিষয়ে?' পারনেল হাসল।

'মোটেই না, স্যার। আসলে জায়গাটা তাদের জন্যে উপযোগী নয়। ভয়ংকরই বলা যায়। আমি আসলে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না। সোজা কথায় বললে, সেখানকার মানুষগুলো মোটেই ধর্মপ্রাণ নয়। তুমি যেখান থেকে এসেছ...'

'বোস্টনের কথা বলছ?'

'হুম। প্রত্যেক আইরিশ তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু সিলভারটনের অবস্থা অন্যরকম। ওখানে যারা প্রিচারের কথা শুনতে যায়, তারা চায় প্রিচার তাদের সরাসরি স্বর্গে নিয়ে যাবে। ওই লোকগুলোর দরকার ভিনেগারের চেয়ে কঠিন প্রচার, কারণ তারা সবাই ভয়ংকর পাপী।'

পারনেল বিড়বিড় করে বলল, 'যাই হোক না কেন, আমাকে

জানানো হয়েছে, ভালো-মন্দ যাই হোক, আমাদের নতুন বাড়ি হবে সিলভারটন।'

স্ত্রীর দিকে একপলক তাকাল প্রিচার। মিসেস পারনেল চোখ নামিয়ে ফেলল। মিল্ট এটা আগে খেয়াল করেনি। কিন্তু এখন খেয়াল করল। এই দুজনের মধ্যে কিছু একটা ভুল আছে, ভাবছে সে।

সেনার্ক তাকাল র‍্যাভেনের দিকে। 'তোমরা বরং এখানেই থেকে যাও। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। এরকম আবহাওয়ায় ঘোড়া চালিয়ে যাওয়াটা কঠিন হয়ে পড়বে।'

মিল্ট তাকাল ওর দিকে। ওর চোখে কোনো ভাব দেখা গেল না। বুঝতে পারছে, সরাইখানার মালিকের এ আহ্বানের মানে এই নয় যে, সে তাদের জন্যে উদ্বেগে ভুগছে। ওর উদ্দেশ্য, অতিথিদের রাতে থাকতে রাজি করিয়ে দুটো পয়সা বাড়তি কামাই করা। সেটা খারাপ হবে না, ভাবছে সে। লোকটার সন্দেহ না জাগিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এটা একটা সুযোগ হতে পারে।

'তোমরা এখানে চারজন,' বলল সে। 'একজন ড্রাইভার, দুজন যাত্রী, আমরা দুজন। মোট নয়জন। তোমাদের বিছানাপত্রে কুলোবে তো?'

'অবশ্যই কুলোবে।' রোমশ হাত দুটো তুলে ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল সেনার্ক। 'একটুও ভেবো না তুমি। দেখো, আমি মাচায় ঘুমোব। আমার সাথে থাকবে গ্রেব। আনা আর তার ছেলে থাকবে রান্নাঘরে। এই দরজাটা,' ইশারায় পশ্চিমদিকে

দেয়ালের দরজাটা দেখাল, 'ওদিকে গেলে একটা ঘর আছে। ওটায় থাকবে রেভারেন্ড আর তার স্ত্রী। তারা এক পাশে থাকবে আর তোমরা থাকবে আরেক পাশে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানা এবং ন্যায্য ভাড়া।'

এক চামচ বিন তুলে নিল মিল্ট। মুখে না দিয়ে হাতে ধরে রাখল। মনে হচ্ছে সেনার্কের কথাগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার ভালো লাগছে না প্রস্তাবটা। আমরা এরকম আবহাওয়ায় এখানে এসে পৌঁছেছি। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে বাকি পথ পেরিয়ে যাব।'

'বোকার মতো কথা বলছ।' অসন্তুষ্ট হলো সরাই মালিক। 'এমনকি তুষারঝড় যদি নাও থাকে, তবু তোমরা ওই পথে এখন যেতে পারবে না। অন্ধকারে পথের দিশা করতে পারবে না। শেষে পথ হারিয়ে বেঘোরে মারা যাবে।'

'দুশ্চিন্তা করো না,' র‍্যাভেন নিজের কথায় অটল। 'আমরা ঠিকমতোই পৌঁছে যাব।'

'তোমরা মনে হয় যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছ,' আচমকা মন্তব্য করল আনা।

মিল্ট অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। খাবারের সময় সে কারো সাথে একটা কথাও বলেনি। এমনকি খুব একটা তাকায়নিও তাদের দিকে। এখন সে একসাথে দুটোই করল। মেয়েটার মুখে প্রচ্ছন্ন বিরাগ।

'হ্যাঁ, ম্যাম,' মৃদু স্বরে বলল মিল্ট। 'সিলভারটনে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। এখানে খুব ভিড়। আমরা তোমাদের

বিরক্ত করতে চাই না। তোমাদের শোয়ার কষ্ট হবে।'

'আমার মনে হয় না যে, আমরা বিরক্ত হবো,' বলল আনা। 'আচ্ছা, তোমাদের কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই না?'

'এ..হে..ম।' গলাখাঁকারি দিল সেনার্ক। মিল্টের মনে হলো, মেয়ের প্রতি এক ধরনের সতর্কতা জারি করল এর মাধ্যমে। মেয়ের মুখে অসহিষ্ণুতার ভাব দেখল র‍্যাভেন। পরমুহূর্তে শান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে। আমি পাই নিয়ে আসি।'

রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। কুলিন র‍্যাভেনের দৃষ্টি আটকে রইল ওর পেছনে। উষ্ণ আর আর্দ্র দৃষ্টি।

আনার রান্নার হাত ভালো। আপেল পাইগুলো খেতে অসাধারণ। কিন্তু মিল্টের মুখে এগুলো করাতের গুঁড়ির মতো বিস্বাদ ঠেকছিল। প্রথম দেখায় মেয়েটা ওর দিকে তাকায়নি ধরতে গেলে। কিন্তু এখন সে তার পাশে বসে আছে এবং তার মুখ থেকে চোখের দৃষ্টি একপলকের জন্যেও সরিয়ে নিতে চাইছে না।

আচ্ছা, মেয়েটা কি কিছু সন্দেহ করছে! কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? ও আর কুলিন তো আজকের আগে জীবনেও এদের দেখেনি। আনা কোসিয়াস্কোকেও নয়।

খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটা এভাবে তার দিকে তাকাতে থাকে।

ওর চোখের দৃষ্টিতে যা ছিল, মিল্ট বুঝতে পারছে, সেটা হলো—ঘৃণা। শীতল কঠিন ঘৃণা।

দুই

'হ্যাঁ, স্যার,' ফিসফিস করে বলল কুলিন। 'এই পোলিশ মেয়েটা যেকোনো পুরুষের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিতে পারে।'

মিল্ট র‍্যাভেন ঝট করে ঘাড় ফেরাল ভাইয়ের দিকে। কিছু বলল না।

ওর থেকে কয়েক ফুট পেছনে কুলিন। ভাইয়ের ঘাড় ফেরানো দেখে তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আমাদের জন্যে মেয়ের অভাব নেই তুমি জানো,' ভাইকে বোঝানোর চেষ্টা করল মিল্ট। 'তুমি যেন এখানে এসে আরেকটার পেছনে সময় নষ্ট করতে যেয়ো না। ঠিক আছে?'

জবাব দিল না ছোট র‍্যাভেন। ভাইকে তর্ক করতে না দেখে খুশি হলো বড় র‍্যাভেন।

'বেশ, এবার চলা শুরু করি।' নিজের গ্রুলার পাঁজরে হাঁটুর গুঁতো লাগাল মিল্ট। তুষারপাতের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করল ঘোড়া।

জায়গাটা দুপাশ থেকে খাড়া দেয়ালে ঘেরা। তাই ঝোড়ো বাতাসের মধ্যেও তাদের আলাপে বিঘ্ন ঘটাল না। বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জন দেয়ালে বাধা পেয়ে অনেকটাই কম এখানে।

যা হোক, ওই সংক্ষিপ্ত আলাপের পর তাদের আর কোনো কথা হয়নি।

খাড়া পাহাড় দেয়াল হয়ে দাঁড়ানোয় তাদের কানে ঝোড়ো হাওয়ার আওয়াজ খুব বেশি আসছে না। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও স্বস্তিবোধ করছে দুই ঘোড়সওয়ার। কিন্তু পথ চলতে সমস্যা হচ্ছে। খোলা জায়গার চেয়ে বরফে ঢাকা পথ এই সরু দেয়াল ঘেরা পথে আরো বেশি বেঁকে যাচ্ছিল। রিমরক থেকে ঘন ঝোড়ো হাওয়ায় উতরাই ভেঙে নামছিল ওদের ঘোড়া। ঘোড়াগুলোর জন্যে দৃঢ় পায়ে বরফ ভাঙার কাজটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছিল।

কিছুক্ষণ পর আঁটসাঁট দেয়াল ঘেরা পথটা পেরিয়ে খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ল ওদের বাহনগুলো। কিন্তু সাথে সাথেই প্রচণ্ড হাহাকারের মতো ঝোড়ো বাতাস ঘিরে ধরল। দুপাশে এখন নিচু পাহাড়ের সারি। ছোট-বড় পাইনের ঝোপে-ঝাড়ে ভরা। অন্ধকার হলেও পাইনের পাতা ও ডালে তুষার জমে জায়গাটাকে এক ধরনের সাদাটে রং দিয়েছে।

পথটা পরিষ্কারই ছিল। কিন্তু পাথরের বড় বড় খণ্ডগুলো রাস্তায় এসে পড়ে চলাচলের অনুপযুক্ত করে দেয়। কেবল স্টেজ চলার উপযোগী করে তুলতে কিছু কিছু পাথর সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

পথটা অন্ধকার, তুষারঝড় চাবুক হানছে তাদের পিঠে, তবু

তাদের চলায় তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। ঘণ্টাখানেক আগে তারা এ পথে এসেছিল, তার ছাপ এখনো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তারা ব্লিজার্ড পাস দিয়ে পশ্চিমে নিম্নভূমি এবং সিলভারটনের দিকে যাচ্ছে না। যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই ফিরে যাচ্ছে।

চিবুক নিচু করে বাতাসের দিকে ঝুঁকে ঘোড়া ছোটাচ্ছে তারা। বাতাস থেকে মুখ বাঁচাতে ঘোড়াগুলোর মাথার ওপর উপুড়, প্রায় শুয়ে পড়েছে। মিল্টের গ্রুলা যে ব্যাপারটা পছন্দ করছে না, সেটা তার হাবভাবে স্পষ্ট। তবে কুলিনের ঘোড়াটা গ্রুলার মতন অতটা চটপটে নয়। এরকম তীব্র শীতের দেশে তুষারঝড়ের মধ্যে ছোটার অভ্যাস নেই ওটার।

মিল্ট ভাবছে, ঘোড়া কেনার সময় ততটা বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাতে পারেনি কুলিন।

ঠান্ডায় হাড়-মাংস জমে যাচ্ছে। ম্যাকিনোটা আরো গভীরভাবে টেনে দিল। পুরো একটা হিমশীতল দিন কেটেছে তাদের স্যাডলে। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে হাড়ের ভেতরটা পর্যন্ত অবশ হয়ে গেছে।

মিল্টের বয়স এখন তেত্রিশ। ওর ভাইয়ের বয়স ছাব্বিশ। তবে ওর কাছে ওর ভাইয়ের বয়স বাড়েনি। সারাক্ষণ ওকে একটা শিশুর মতো আগলে রাখতে চায়। ওর কাজকর্ম, চলাফেরার ওপর একটা চোখ থাকে সবসময়। শিশুকালে মা-বাবা মারা যাওয়ার পর সেন্ট জোতে এক মামার কাছে বড় হয়েছে দুই ভাই। মামা ছিল কর্কশ স্বভাবের। মা-বাবাহারা ভাগ্নেদের প্রতি উদাসীন। কুলিন একটু গোঁয়ার টাইপের ছিল। একটু টের-বেটের